প্রভাত সংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওআলিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য—ছয় আনা।

শান্তিনিকেতন প্রেস হইতে
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

প্রভাত সংগীত

আহ্বান সংগীত

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খ'সে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস ব'সে।
মডকের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ ক'রে সারা,
কোণে ব'সে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।
জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,

প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশির ধার।
জড়িত কুঞ্চিত বলিত হৃদয়ে
পশে না রবির কর,
নয়নে তাহার আলোক সহে না
জ্যোৎস্না দেখিলে ডর।
কালো কীট ওরে, শুধু তোরে নিয়ে
মরণ পুষিছে প্রাণে,
অশ্রুকণা তোর জ্বলিতেছে তার
মরমের মাঝখানে।
ফেলিস নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো।
হৃদয়ের ভার বহিতে পারে না,
আছে মাথা নত ক'রে,
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে ম'রে।
তুই শুধু সদা কাঁদিতে থাকিবি
মৃত জগতের মাঝে,
আঁধারের কোণে ঘুরিয়া বেড়াবি
কী জানি কিসের কাজে।
আঁধার লইয়া হুতাশ লইয়া
আপনে আপনি মিশে,

জরজর হয়ে মরিয়া রহিবি
নিজের নিশাস বিষে।
বাহিরে গাহিবি মরণের গান
শুকানো পল্লবগুলি,
জগতের সাথে ভূতলে পড়িয়া
ধূলিতে হইবি ধূলি।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদ শ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস।
মাথা অবনত, আঁখি জ্যোতিহীন,
শরীর পড়েছে নুয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তনু ধূলিতে মাখানো
অলস পড়িয়া ভূঁয়ে।
নাই কোনো কাজ—মাঝে মাঝে চাস
মলিন আপনা পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস আপন কানে।
দিবস রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবলি করিস পান।
বাড়িতেছে তৃষা—বিকারের তৃষা
ছটফট করে প্রাণ।

দাও দাও ব'লে সকলি যে চাস
জঠর জ্বলিছে ভূখে,
মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস মুখে।
নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শব্দ শুনিলে ডরো—
বাহু প্রসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি' ধরো।
মুখেতে রেখেছ আঁধার পুঁজিয়া,
নয়নে জ্বলিছে রিষ,
সাপের মতন কুটিল হাসিটি,
লুকানো তাহার বিষ।
চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট।
আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকায়ে যায়।

বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।
অতি ধীরে ধীরে ফুটিবে দল,
বিকশিত হয়ে উঠিবে হাস,
অতি ধীরে ধীরে উঠিবে আকাশে
লঘু পাখা মেলি' খেলিবে বাতাসে
হৃদয়-খুলানো, আপনা-ভুলানো,
পরান-মাতানো বাস।
পাগল হইয়া মাতাল হইয়া
কেবলি ধরিবি রহিয়া রহিয়া
গুন্ গুন্ গুন্ তান।
প্রভাতে গাহিবি, প্রদোষে গাহিবি,
নিশীথে গাহিবি গান।
দেখিয়া ফুলের নগন মাধুরী,
ঘিরে ঘিরে তারে বেড়াইবি ঘুরি,
দিবানিশি শুধু গাহিবি গান।
থর থর করি কাঁপিবে পাখা
কোমল কুসুম-রেণুতে মাখা,
আবেগের ভরে বাতাসের পরে
থর থর করি কাঁপিবে প্রাণ।
কখনো উড়িবি, কখনো বসিবি,
কখনো মরম-মাঝারে পশিবি,

আকুল নয়নে কখনো চাহিবি
কখনো গাহিবি গান।
অমৃত-স্বপন দেখিবি কেবল
করিবিরে মধুপান।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখিতে গাহিবে গান।
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
কোথাও বা সুখগান,
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরানে নয়ান মুদিয়া
অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবিরে মধুপান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।

মোহ লাগিবেরে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ।
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি
এখনো যে পাখি জাগেনি,
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাস রাগিণী।
জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি।
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদুর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন, বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদুর বিমান,
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়।
মুদিত নয়ান, পরান বিভল,
স্তব্ধ হইয়া শুনিবি কেবল,
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান;

তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ।
জগৎ বাহিরে যমুনা-পুলিনে
কে যেন বাঁজায় বাঁশি,
স্বপন সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথরাশি ;
উদাস জগৎ যেতে চায় সেথা
দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছেরে তাই
পূরাইতে মনোরথ।
এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরান পূরিয়া
করেনিরে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখনো করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ।
দেখ্‌রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কী গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্‌রে, সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়,

কেহবা আগেতে কেহবা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে, স্বাধীন পরানে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরান নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস।
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস।
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত।
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কী গান গাইল রে।
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে।
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি-কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের পর।
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।

আজি এ প্রভাতে কী জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
জাগিয়া দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে।
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।
দূর—দূর—দূর হতে ভেদিয়া আঁধারকারা,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।
ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহমায়া,
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া।
তারি মুখ দেখে দেখে, আঁধার হাসিতে শেখে, ;
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
শিহরি উঠেরে বারি, দোলেরে—দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি, দোলেরে—দোলেরে হাসি,

দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম।
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,
অধীর সুখের ভরে কাঁপে বুক থর থরে,
কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি ;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা ;
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস।
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ ;
আধো আধো জাগিছে স্মরণে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে।
তেমনি তেমনি দোলে, তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কল কল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায়।

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল পরে ঝর ঝর বারি ঝরে
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ-কথা, বরষার আঁখি-জল।
শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুণি,

তারি সাথে মিলাইয়া কল কল গান গাই,
ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই।
এমনি নিজেরে ল'য়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।
/ আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি' কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার।

প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছুঁড়িয়া
উঠে শূন্য পানে পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার।
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন।
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌;
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন।

একটি পাখির আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।
জগত দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি—ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ ব'হে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।

এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

রবি শশী ভাঙি গাঁথিব হার
আকাশ আঁকিয়া পরিব বাস।
সাঁঝের আকাশে করে গলাগলি,
অলস কনক জলদরাশ,
অভিভূত হয়ে কনক-কিরণে
রাখিতে পারে না দেহের ভার।
যেনরে বিবশা হয়েছে গোধূলি,
পূরবে আঁধার বেণী পড়ে খুলি,
পশ্চিমেতে পড়ে খসিয়া খসিয়া
সোনার আঁচল তার।
মনে হবে যেন সোনা মেঘগুলি
খসিয়া পড়েছে আমারি জলে,
সুদূরে আমারি চরণতলে।
আকুলি বিকুলি শত বাহু তুলি
যতই তাহারে ধরিতে যাব
কিছুতেই তারে কাছে না পাব।
আকাশের তারা অবাক হবে,
সারাটি রজনী চাহিয়া র'বে
জলের তারার পানে।

না পাবে ভাবিয়া এল কোথা হতে,
নিজের ছায়ারে যাবে চুম খেতে
হেরিবে স্নেহের প্রাণে।
শ্যামল আমার দুইটি কূল,
মাঝে মাঝে তাহে ফুটিবে ফুল।
খেলাছলে কাছে আসিয়া লহরী
চকিতে চুমিয়া পলায়ে যাবে;
শরম-বিভলা কুসুম-রমণী
ফিরাবে আনন শিহরি অমনি,
আবেশেতে শেষে অবশ হইয়া
খসিয়া পড়িয়া যাবে।
ভেসে গিয়ে শেষে কাঁদিবে সে হায়
কিনারা কোথায় পাবে।
মেঘ গরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা
আসিবে সুধীরে শরত বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল,
কুলু কুলু ধোবে চরণতল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
বিমল-গগনা, বিভোর নগনা,
পুরণিমা নিশি জোছনা-মগনা;
ঘুম-ঘোরে কভু গাহিবে কোকিল,

দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
দূর হতে আসে ফুলের বাস,
মুরছিয়া পড়ে মলয় বায়;
দুরু দুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।
এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে।
অগাধ বাসনা অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই।
জাগিয়াছে সাধ—চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরানের সাধ তাই।

কী জানি কী হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।
অহো কী মহান সুখ অনন্তে হইতে হারা,

মিশাতে অনন্ত প্রাণে অনন্ত প্রাণের ধারা।
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন,
আজ চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন।
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি'
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি,
আপনি জানে না যেন,
আপনি বুঝে না যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি', আপনি উঠিছে বাণী ;
কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী।
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মতো শুনিছে মহান্ কথা।
কী কথা রে—কী কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মতো গাহিছে কিসের গান।
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই,
একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর
কেবলি সে একতান
সমুদ্রের বেদগান
সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর।
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,

"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়।
পাষাণ বাঁধন টুটি', ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।
আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এয়েছে রবির কর।



প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী, বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন, পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে নয়নে তারা ফুটে,
পরানে কথা উঠে বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো।"
আনত দু-নয়ানে চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশী এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পূরে গেল, হরষে হোলো ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হোলো যেই কী জানি হোলো এ কী।
আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি।
প্রভাত বায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
মরম মাঝে মোর কী জানি কী যে হয়।
এসো হে এসো কাছে সখা হে এসো কাছে—
এসো হে ভাই এসো বসো হে প্রাণময়।
পুরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বয়ে যায়;
যে দিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে;
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

আয়রে আয় বায়ু যারে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পুরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখির কলতান,
যূঁথীর মৃদু শ্বাস মালতী মৃদু বাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।

পাখির গীতধার ফুলের বাস ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে,
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।
আয় রে মেঘ আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যারে।
কনক পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ পারাবারে।

আকাশ, এসো এসো, ডাকিছ বুঝি ভাই.
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখ পানে।
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গানগুলি দুদণ্ডের গান,
র'বে না র'বে না চিরদিন,
পুরব আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তা ব'লে নয়নে কেন ওঠে অশ্রুজল—
কেন তোর দুঃখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ ক'রে রয়েছিস বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ।
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিসনে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ।

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন
পৃথিবীতে পাখি কেন গায় ;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায় ;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সংগীতনির্ঝরস্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে।
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গানগুলি ছুটে বাহু তুলি
প্রিয়তমা পাশে বসি—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোটো ছানাগুলি।

কাল গান ফুরাইবে, তা ব'লে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।

আজ যবে জ্বলিছে শিশির
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর।
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরানেতে প্রেম জাগিয়াছে।

তোরা ফুল, তোরা পাখি, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বলো রাখিবে তাহা মনে;
তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্যহীন আঁধার মরণে।
যা হবে তা হবে মোর, কিসের ভাবনা,
রাখি শুধু মুহূর্তের আশ,

আনন্দ সাগরে সেই হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্তেই পাইব বিনাশ।
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতিদিন ঝরে পড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্তে ফুরায়।
প্রতিদিন কত শত পাখি গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়।
ভেসে যায় শত ফুল, ভেসে যায় বাস,
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ।
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সংগীতের প্রাণে।
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মতো রহিবে সে পুরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস।
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখি,
একেকটি সংগীতের কণা,
তা বলিয়া—যতদিন রবি শশী আছে
জগতের গান ফুরাবে না ;
তবে আর কিসের ভাবনা।

গারে গান প্রভাত-কিরণে।
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে ব'সে শোনে।

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জানো না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।
মুহূর্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জানো না তো কোথায় তা যায়
আকাশের সাগর সীমায়।
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীতরাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।
করিব গানের মাঝে বাস,
লইব রে গানের নিশ্বাস,

ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস।

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
প্রাণপণে ভালবাসা ক'রে সমর্পণ
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয়।
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ।
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন।
কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—

কত কী যে দেখেছিনু হয়তো সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা ব'লে নাহি কি তাহা মনে।
ছবিগুলি মেশেনি জীবনে ?
স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর।
হয়তো অনেক দিন দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সবারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
হয়তো অনেক দিন শুনেছিনু পাখি এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি।
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,

চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে।
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর-উদ্দেশে;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ।

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় করে
কেনরে আছিস ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান।
গান গা' পাখির মতো, ফোটরে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গানগুলি।

মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান।

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বলো প্রাণ।
সে তো শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে।

এক মুঠা মরণেরে জীবন ব'লে কি ভবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?

একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
নাম নিয়ে এত কোলাহল।
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ক্রম সহস্র বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ,
কোন্ শূন্য করেছে পরশ।
হয়তো গিয়েছি আমি কত শত গ্রহ ছুঁয়ে
বৃহস্পতি গ্রহের মাঝারে,
জীবনের একপ্রান্ত রয়েছে পৃথিবী মাঝে
শেষ প্রান্ত বৃহস্পতি পারে।
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ জীবন ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পানে,
অতি ক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে সেইখানে।
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়তো সহসা কী কারণে,
আজিকার যে মুহূর্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত পড়িবে স্মরণে।
পৃথিবীর কত খেলা পৃথিবীর কত কথা,
পরানেতে বেড়াইবে ভেসে,

পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তা'রা
গেছে কোন্ তারকার দেশে।
হয়তো পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্বগুলি হয়তো এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান।

সহস্র বরষ পরে, সেই গ্রহ মাঝে বসি,
না জানি গাহিব সে কী গান।
কী অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে, যবে
খুলে যাবে সে বিশাল-প্রাণ।
মরণের সংগীত মহান।
হয়তো বা সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে ;
কী মহা সংগীত ধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরানে।
বিস্ফারিত করি' আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধো-শোনা গান,
কত কী উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ।
আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে,
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মতো।

নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবে না, শুনিবে কেবল।

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

কবে রে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে।
আমার মরণ ডোর দিয়ে
গেঁথে দেব জগতের মালা,
রবি শশী একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা।
তোরাও আসিবি ভাই, উঠিবি রে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন।
আমাদের মরণের জালে

জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশ সাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া।
পড়িবে তপন তায়, চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হয়ে যাবে হারা।
আয় ভাই সব যাই ভুলি,
সকলে করিবে কোলাকুলি।
সে কিরে আনন্দ মহোৎসব,
জগতেরে ফেলিব ঘেরিয়া,
আমাদের মরণের মাঝে
চরাচর বেড়াবে ঘুরিয়া।

জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ।
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ,
এসো তুমি এসো কাছে, স্নেহ কোলে লও তুমি
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করো হে পালন।
বাড়িব তোমার স্নেহে, নব বল পাব দেহে,
ডাকিব হে জননী বলিয়া,

তোমার অঞ্চল ধরি জগতের খেলা ঘরে,
অবিরাম বেড়াব খেলিয়া।
হেথা নাবি হোথা উঠি করিব রে ছুটাছুটি,
বেড়াইব তারায় তারায়,
সুকুমার বিদ্যুতের প্রায়।
আনন্দে পূরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহা যজ্ঞে এসেছি রে
উঠেছে বিপুল কলরব।
যে ডাকিছে ভাল বেসে, তারে চিনিসনে শিশু?
তার কাছে কেন তোর ডর,
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর।
আয় তারে আলিঙ্গন কর্,
আয়, তার হাত খানি ধর্।

পুনর্মিলন

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্।
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর এক দিন।

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হোলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে ;—
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আম্র মুকুলের বাসে।—
পথ পাশে দুই ধারে
বেল ফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
নরগেশ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।
মাঝেতে বাঁধানো বেদী, জুঁই গাছ চারি ধারে ;—
সূর্যোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পর পারে।
নবীন রবির আলো,
সে যে কী লাগিত ভালো।
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
ব'সে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল,
ডেকে চলে যেত চিল,
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণস্বরে।

পুকুর গলির ধারে,
বাঁধাঘাট এক পারে,
কত লোক যায় আসে, স্নান করে তোলে জল ;
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।
পূর্বধারে বৃদ্ধবট
মাথায় নিবিড়জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।
আঁকড়ি শিকড়-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত না বিস্ময় ভয়।
বসি' শাখে পাখি ডাকে সারাদিন একতান,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি' কী যেন করিত প্রাণ।
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণস্রোতে, কত কী আসিত ভেসে।
কোন্ সমুদ্রের কাছে
মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মতো
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।

আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলেফুলে।

বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবী প্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে ঝুরু ঝুরু বহে যায়—
ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ পাতা ঝরে পড়ে যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্য কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর—
কত ছোটো ছোটো গ্রাম
নূতন নূতন নাম,
অভ্রভেদী শুভ্র সৌধ কত নব রাজপুর।
কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার পরে,
ছেলেমেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
কত দেশ, কত মুখ, কত কী দেখিতে পাব।
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝি গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে ব'সে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখি।

হয়তো বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে ;
থেকে থেকে ঝন ঝন,
ঘন বাজ বরিষন,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
বহিছে পুরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী।

সেই—সেই ছেলেবেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হোলো—কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক।
আমি শুধু একেলা পথিক।

তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখি,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা ব'লে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,

কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কী হেরি আনন্দের মেলা।
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন।
ও কে হেথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কী শুনি অমিয়-বচন।
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কী কথা কহিস্ ভাঙা ভাঙা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে।
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি,
ফিরে পেলে হারানো সন্তান।
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে, আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষন।
তাই বুঝি মেঘমালা পুরব দুয়ার হতে
স্নেহদৃষ্টে মোর মুখে চায়।

তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায়।

ওই শোনো পাখি গায়—শতবার ক'রে গায়,
ঐ দেখো ফুটে ওঠে ফুল।
আমি কে গো, জননি গো, আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল।
ছোটো ছোটো ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পূরিল উল্লাসে।
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে,
মোরে কেন এত ভালবাসে।
মরি মরি কচিহাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভালো,
প্রতিদিন ভোর হোলে আসিব তোদের কাছে,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো।
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরানের সুখ।
ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারিধারা।
ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বল্ দেখি
হেথা এত ভালবাসা আছে।

যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনি রে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, রবো হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিব রে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভাল; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না!
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি;

তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।
যখনি পাখিটি গেয়ে ওঠে,
অমনি শুনিরে তোর গান,
চমকিয়া চারিদিকে চাই,
কোথা—কোথা—কাঁদেরে পরান।
তখনি খুঁজিতে যাই কাননে কাননে,
ভ্রমি আমি গুহায় গুহায়,
ছুটি আমি শিখরে শিখরে,
হেরি আমি হেথায় হোথায়।
যখনি ডাকিরে তোরে কাতর হইয়া,
দূর হতে দিস তুই সাড়া,
অমনি সে দূর পানে যাই আমি ছুটে,
কিছু নাই মহাশূন্য ছাড়া।
অয়ি প্রতিধ্বনি,
কোথা তোর ঘুমের কুটীর।
কোথা তোর স্বপনের পাড়া।

চির কাল—চির কাল—তুই কিরে চিরকাল
সেই দূরে র'বি,
আধো স্বরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি।
দেখা তুই দিবি না কি। না হয় না দিলি,
একটি কি পূরাবি না আশ,

কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
　　তোর গীতোচ্ছ্বাস ॥
অরণ্যের, পর্বতের, সমুদ্রের গান,
　　ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
　　চেতনার, নিদ্রার মর্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
　　জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
　　ব্যাপ্ত করি' বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
　　কোটি কোটি তারার সংগীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
　　না জানি রে হতেছে মিলিত।
সেই খানে একবার বসাইবি মোরে ;
　　সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিব রে আঁখি মুদি' বিশ্বের সংগীত,
　　তোর মুখে কেমন শুনায়।

তোরে আমি দেখিনি কখনো,
তবুও অতুল রূপরাশি
তোর আধো কণ্ঠস্বর সম,
প্রাণে আধো বেড়াইছে ভাসি ॥

তারে দেখিবারে চাই—তারে ধরিবারে চাই,
সেই মোরে করেছে পাগল.
তারি তরে চরাচরে সুখ শান্তি নাই
তারি তরে পরান বিকল।

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে।
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায়।
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
সে কি তোরি তরে।
বাতাসে সৌরভ ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়:
সে কি তোরি কথা।
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
বাতাসেতে হয় পথহারা,
চারিদিকে ঘুরে হয় সারা,
মা'র কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায় ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,

ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়
সে কি তোরে চায়।
আঁখি যেন কার তরে পথপানে চেয়ে আছে,
দিন গনি' গনি',
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি ;
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
নিরাশের হাসিটির প্রায়।—
সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া।
এ কি তোরি ছায়া।

জগতের গানগুলি দূর দুরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি' পতঙ্গের মতো,
পদতলে মরিবারে চায়।
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
সংগীতের পরলোক হতে
গায় যেন দেহমুক্ত গান।
তাই তার নব কণ্ঠধ্বনি
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায়।

আমি ভাবিতেছি বসে গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়।
না জানি কোথায় খুঁজে পায়।
না জানি কী গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্য পানে চায়।
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘ মাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়,
প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পুরবপানে,
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পুরবের শূন্যপটে প্রভাতের স্মৃতিগুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান,
এলানো কুন্তল-জালে সন্ধ্যার তারকাগুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।
বিচিত্র সৌন্দর্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়।
সংগীত, সৌরভ, শোভা, জগতে যা কিছু আছে,
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।

প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন,
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল।
আমরণ, চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে
কথনো কি পাব না সন্ধান।
কেবলি কি র'বি দূরে অতি দূর হতে
শুনিবরে ওই আধো গান।
এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারিদিকে।
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা
চেয়ে আমি রবো অনিমিখে।
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিসনে প্রবঞ্চনা সত্য ক'রে বল্ দেখি
তুই তো নহিস মরীচিকা।
কতবার আর্তস্বরে, শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ,
"কে জানে কোথায়।"

আশাময়ী, ওকি কথা। তুমি কি আপনহারা
আপনি জানো না আপনায় ?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়-সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে।
একা বসি মহা-সিন্ধু চির দিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ;
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয় আলয় তার ছাড়ি,
বাজায়ে অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি' ;
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিম-রাশ,
পর্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস ;

ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা,
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পূরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারিভিত,
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপন সংগীত।
স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ,
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার,
নিভায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেত কেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মতো পুন বসন্ত-যৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতাতরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।
চেতনা, ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ,
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।
পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন।
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?

চন্দ্র সূর্য্য তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া,
জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহ তারাগণ,
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে, একেকটি বিম্বের মতন।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ,
জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ।
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধো-সত্য হয়ে যাবে লীন?
আধেক প্রলয় জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান।
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয়পানে চাহি,

নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার,
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি।
পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান ;
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদ গান।
চারিমুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম
আশপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর—দূর—যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়।

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতি-কবি চারিমুখে
করিতে লাগিলা বেদ গান।

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটি সূর্য প্রভাসম,
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে;
মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িত-স্ফূর্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয় মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব উচ্ছ্বাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।
শব্দশূন্য শূন্যমাঝে, সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেলরে ফাটিয়া।

শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে
একালে সমস্বর—
পুরবে উঠিল ধ্বনি পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হোলো উত্তরে দক্ষিণে।
অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কী করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ র'বে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন,
মুহূর্তে করিতে চায় ব্যয়।
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।

জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে,
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য-মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

*   *   *   *

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া,
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।

জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
এক মনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।
জগতের মালাখানি জগৎ-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্ব-মালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য, কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ, কত গীতময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
বাঁধি দিলা বিবাহ বন্ধনে।
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া,
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া,
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখ চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাই বোন,
এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি,
দূর পথ অতিক্রম করি,

পাঠাইছে বিদেশ হইতে
তারাগুলি, আলোকের দূত
ক্ষুদ্র ঐ দূরদেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহ মুখ চেয়ে
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস সরোবরে,
স্বর্ণ-পদ্ম করিলা চয়ন
বিষ্ণু দেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিলরে দ্যুলোক ভূলোক
আকাশে পূরিল পরিমল।
চরাচরে উঠাইয়া গান,
চরাচরে জাগাইয়া হাসি,
কোমল কমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল,

ত্যজিয়া সে শতদলদল
ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ ;
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরন।
জগৎ মুখের পানে চায়
জগৎ পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারিদিকে,
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখ পানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি ;
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ চারিভিতে ;
চাহে তাঁর চরণ ছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।
জগতের হৃদয়ের আশা,
দশদিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে, পরিমল হয়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া।
এ কী হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস
এ কিরে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য-কুসুমে গেল ঢেকে

জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ কোলাহল
রাগিণীতে হোলো অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগত-চরাচর।

* * *

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ-চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপ-সংগীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারিভিত।
পুরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,

কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তিহীন।
চারিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর।—
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে।"
জগতের আত্মা কহে কাঁদি
"আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক দিগন্তর।

প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদিঅন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
পিনাকেতে পূরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবিশশি গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।—
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়
অগ্নি—অগ্নি—শুধু অগ্নিময়
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।

স্বজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
স্বজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন ;
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

কবি

(অনুবাদ)

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া
কভু বা অবাক, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে,
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া।
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুকটুক্,
কারো বা শতেক রং যেন ময়ুরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি।

বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্‌ বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধবট—
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলী-অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মতো
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই। ওই কবি।"

Victor Hugo.



বিসর্জন

(অনুবাদ)

যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস।
বিদায়। মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস।
আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যারে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হোলো, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস তাহাদের ঘরে।

Victor Hugo.

তারা ও আঁখি

(অনুবাদ)

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হোলো, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখিগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল।
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢালো এর শিরে।"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢালো গো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo.

সূর্য ও ফুল

(অনুবাদ)

বিপুল মহিমাময় আগ্নেয় কুসুম
সূর্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে আকাশের পানে
অমর রবির আলো ভাতিছে যেখানে,
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
লাবণ্য কিরণ ছটা আমারো তো আছে।"

Victor Hugo.

সম্মিলন

(অনুবাদ)

সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গনিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।

সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নিচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপলমণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল জ্বল জ্বলে।
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালবাসা, বেঁচে থাকা, এক হয়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্বতগুহায়,
সে প্রাচীন শৈল গুহা স্নেহের আদরে
অবসান রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়তো হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মতো,
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।
অথবা বিরলে সেথা কথা কব মোরা;
কহিতে কহিতে কথা হৃদয়ের ভাব

এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।
মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে।
চোখের সে কথাগুলি বাক্যহীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সংগীত,
মিলিবেক চৌদিকের নীরবতা সনে।
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
ক'বে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা।
দুজনে দুজন আর রবো না আমরা,
এক হয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর। আহা তাও কেন হোলো।
যেমন দুইটি উল্কা জলন্ত শরীর,
ক্রমশ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে ;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।
এক আশা র'বে শুধু দুইটি ইচ্ছার

এক ইচ্ছা র'বে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
একই অমরতা কিংবা একই নির্বাণ।
হায় হায় একী হোলো এক কী হোলো মোর।
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

Shelley.

স্রোত

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল্‌রে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা', কোথায় যাবে শেষে।
জগৎ-স্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে।
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পরে ঢেউ, গণিবে কেবা কত।
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের পরে খেলা করে আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকাচুরি জীবনে মরণেতে।

শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়।
জীবন মাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে, দেখিব তুলে মুখ,
কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা, কত না হায়-হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে তা'রাও ভেসে যায়।
কত না যায়, কত চায়, কত না কাঁদে হাসে,
আমি তো শুধু ভেসে যাব দেখিব চারি পাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর-পথ-গামী।
জগৎ-পানে যাবিনেরে, আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি কী জানি কী যে পাবি।
মাথায় ক'রে আপনারে, সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস প্রতিকূলে সে তো রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস।
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে রবো আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হোলে একটি জলকণা।

আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রবো।
দেখিব শুধু—দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব'।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর।
জগতে যেন ডুবিয়া রবো
হইয়া রবো ভোর।

তটিনী যায়—বহিয়া যায়
কে জানে কোথা যায় ;
তীরেতে ব'সে রহিব চেয়ে
সারাটি দিন যায়।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁজের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি।
সুধীর-স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায় ভাসিয়া যায়,
কত না নরনারী।
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে ;
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে।
কত কী আশা গড়িছে ব'সে
তাদের মনখানি,
কত কী সুখ, কত কী দুখ,
কিছুই না জানি।

দেখিব পাখি আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,

মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে,
আঁধার রেখাপ্রায়।
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ;
নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান।
তাহারি মতো মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মতো চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহার মতো আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মতো, তাহারি সাথে
উষার দ্বারে গিয়ে,
ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব
উষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রবো
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত না আসে যায়।

ধূলায় ব'সে আপন মনে
ছেলেরা খেলা করে
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে,
ছোটো ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কী গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি,
হৃদয় যায় গ'লে।
এতটুকু সে পরানটিতে
এতটা সুধারাশি।
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
দেখিতে ভালবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হয়ে পথিক মুখে
চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,

মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক হয়ে তাহাই দেখি
নিমেষ ভুলে গিয়ে,
তুইটি ফোঁটা বাহিরে জল,
তুইটি আঁখি দিয়ে।

যায়রে সাধ জগৎ-পানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক হয়ে, আপনা ভুলে,
কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান;
পুরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে

আকাশ-পানে, মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশির কণা।
আকাশ পারে কে যেন বসে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কী যেন দেখে, কী যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়,
ফুলের সুখ, ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয় রে আয়।

আ-মরি মরি অম্‌নি যদি
ফুলের মতো চাহিতে পারি।
বিমল প্রাণে বিমল সুখে,
বিমল প্রাতে বিমল মুখে,
ফুলের মতো অম্‌নি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।
দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে।
কে যেন তারি নামটি ধ'রে
ডাকিছে তারে সোহাগ ক'রে

শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে,
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মতো
সুবাসটুকু জাগিয়া ওঠে।
আকাশ পানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কী সুখ পায়।
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কী যেন তবু বলিতে চায়।

আঁধার কোণে থাকিস তোরা,
জানিস কিরে কত সে সুখ,
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ।
সুদূর দূর সুনীল নীল,
সুদূরে পাখি উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায়।
প্রভাত-করে করিরে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখির গান লাগেরে যেন
দেহের চারি পাশে।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,

ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে ;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ সুধা দান।
আমারি বুকে প্রভাত বেলা
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
আঁখিটি ফুটফুটি।
আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি।
কেনরে বাছা কেনরে হেন
আকুল কিলিবিলি,

কী কথা যেন জানাতে চাস
সবাই মিলি মিলি।
হেথায় আমি রহিব বসে,
আজি সকাল-বেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাই বোনের খেলা।
বুকের কাছে পড়িবি ঢলে
চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমল-দল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশির সম তোদের পরে
ঝরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মতো হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়;
কোথায় যাবে কিনারা নাই,

দিবসনিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায় ;
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মতো হাসিতে চায়।
জগৎ মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
শরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভূঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে
মালতী বধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো হাসিতে চায়।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোর-বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে,
এদের ডেকেছি দিবানিশি,
ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝে না আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।
কাছে এরা আসিত না, কোলে ব'সে হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হোত লীন,
মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখিনি এত দিন।

দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়।
মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বয়ে চলে যায়।
আজ তারা এসেছেরে কাছে,
এর চেয়ে শোভা কিবা আছে।
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভাল বাসে,
আগ্রহে ঘিরিছে চারি পাশে।

এসেছিস তোরা যত জনা,
তোদের কাহিনী আজি শোনা।
যার যত কথা আছে, খুলে বলো মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না।
আয় তুই কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু বসে রই।
দেখি শুধু কথা নাহি কই।
ললিত পরশে তোর, পরানে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণু বীণা ;
তুই মোরে গান শুনাবি না।
জেগেছে নূতন প্রাণ. বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ্ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নেরে, কাছে আয়,—আমি যেরে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীত-রব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি,
চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।
আমারে ঘিরেছে কা'রা, সুখেতে করেছে সারা
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা,
আর আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
